তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০৭

বাংলাদেশের অনেক বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এখনো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি

 --- ভূমিমন্ত্রী

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ একটি অভাবনীয় সুযোগের দেশ। এ দেশের অনেক বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এখনো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি।

 আজ ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী সেন্টারে ‘আমেরিকা-বাংলাদেশ বিজনেস কনভেনশন ২০১৯’ এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে সাইফুজ্জামান চৌধুরী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী আরো বলেন, ‘সহ¯্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অনেকগুলো লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথে অতি দরিদ্র অবস্থা থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাবার জন্য বাংলাদেশ কয়েক দশক ধরে কাজ করছে। মন্ত্রী প্রবাসী বাংলাদেশি ও আমেরিকান উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে আরো বেশি বিনিয়োগে আহ্বান জানান।

 যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক কংগ্রেস-ম্যান লরেন্স লা-রোক্কো কনভেনশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ‘ইউএস-টু-বিডি’ (আমেরিকা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ) এর পরিচালকবৃন্দ রবার্ট ল্যাগাট, মিয়া মুজিবুর রহমান ও ড. আলি আফজাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. জুলিফা হায়দার মোহাম্মাদ নূর এ আলম।

#

নাহিয়ান/ইসরাত/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                        নম্বর : ৪৪০৬

**বিশ্ববাজারে স্থান করে নেবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

            দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গন নিয়ে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধু চলচ্চিত্রের স্বর্ণ যুগে পৌঁছানোই নয়, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ছায়াছবির একটি স্থান দখল করা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর গড়ে দেয়া ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহে ও সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।’

            আজ ঢাকায় সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নবনির্বাচিত পরিষদের সাথে মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী একথা বলেন। সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর, সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খানসহ ২১ সদস্যের নির্বাহী পরিষদ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল করিম, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র ও প্রশাসন) জাহানারা বেগম প্রমুখ সভায় যোগ দেন।

            ‘আমাদের দেশের অনেক ছবি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পুরস্কার পেয়েছে, সমাদৃত হয়েছে এবং হচ্ছে, অর্থাৎ চলচ্চিত্রের যে বন্ধাত্ব্য, সেটি কেটে গেছে; তবুও চলচ্চিত্রের স্বর্ণের যুগে পৌঁছাতে আমাদের আরো অনেকে কাজ করতে হবে’ বলেন মন্ত্রী।

            ‘তবে, আসল কথা গত বছরের তুলনায় এই বছর চলচ্চিত্রের গতিশীলতা এসেছে এবং অনেক নতুন নতুন প্রযোজক, পরিচালকও এই ক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছে, এবং পুরনো পরিচালক, যারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন, তারাও আবার নতুনভাবে ছবি নির্মাণ করার কথা চিন্তা করে কাজ শুরু করেছে’ বলেন ড. হাছান।

            তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘চলচ্চিত্র শিল্পকে সুরক্ষা দেবার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেকগুলো ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছেন। তারমধ্যে চলচ্চিত্রের কর্মচাঞ্চল্যমুখর  এফডিসি’র দৈন্যদশা কাটিয়ে তোলার জন্যে আমরা ইতোমধ্যে অনেকগুলো প্রকল্প নিয়েছি। নতুন ভবন হবে, সেখানে অনেক কিছু থাকবে, সেখানে প্রায় ৩২২ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়েছে। প্রকল্প পরামর্শক নিয়োগে টেন্ডার আহ্বান করা এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যেগুলো অনেকদিন ধরে হয়নি।  আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে আমরা আশা করছি সেখানে নতুন ভবন নির্মাণ হবে, সমস্ত আধুনিক ও বিশ্বমানের সুবিধাদি সেখানে থাকবে।’

            ‘গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একশ একর জমির ওপর নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু ফিল্মসিটির প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়ে সেখানে এখন স্যুটিং হয়’ জানিয়ে মন্ত্রী আরও জানান, ‘আমরা বঙ্গবন্ধু ফিল্মসিটিকে একটি বিশ্বমানের ফিল্মসিটিতে রূপান্তর করার জন্য একটি বড়, প্রায় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছি। আমি চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতিকে বলবো, সেখানে গিয়ে একবার ঘুরে এলে আমাদের গণমাধ্যম বন্ধুরা সেখানে যাবেন, তাহলে সেটি আবার প্রচার পাবে, অনেকেই সেখানে যায়, আমিও যেতে পারি সাথে।’

            ‘বাংলাদেশে চলচ্চিত্র অনুদানে আমরা কিছু পরিবর্তন এনেছি, যাতে করে আরো কিছু ছবি নির্মিত হয়’ উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘প্রথমত অনুদানের অংক ছিল পাঁচ কোটি টাকা, এবছর আমরা সেটিকে দশ কোটি টাকায় উন্নীত করে দ্বিগুণ করেছি। শর্টফিল্মের জন্য ছিল ষাট লক্ষ টাকা সর্বোচ্চ, সেটিকে আমরা পঁচাত্তর লক্ষ টাকায় উন্নীত করেছি। আগে দেখা যেত অনুদানের ছবি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিনেমা হলে মুক্তি পেত না। আমরা এখন কিছু বাধ্যবাধকতা আনছি যে, অনুদান নিয়ে ছবি বানালে সেটি হলে মুক্তি দিতে হবে। তাহলেই অনুদান নিয়ে ছবি বানিয়ে সেটি অন্য কারো কাছে বিক্রি করে ফেলা বন্ধ হবে। তবে অবশ্যই কিছু অনুদান আর্ট লেভেলে দিতে হবে। আর্ট ফিল্ম সবসময় ব্যবসা করতে পারে না, কিন্তু আর্ট ফিল্ম হওয়ারও প্রয়োজন আছে।’

            বিশ্বব্যাপী সিনেপ্লেক্সের প্রসার ও একক সিনেমা হল বন্ধ হবার ধারার কথা উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘ভারতেও গত কয়েক বছরে একক পর্দার অনেকগুলো সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে। আবার সিনেপ্লেক্সগুলো চলছে এবং নতুন করে গড়ে উঠছে। আমাদের দেশে এর মাঝে সামাজিক চলচ্চিত্র না হয়ে অন্য ধরণের চলচ্চিত্র হচ্ছিল। যে কারণে সাধারণ দর্শক বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণি চলচ্চিত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সেই অন্ধত্ব কেটে গেছে। আমাদের দেশে গত কয়েক বছর ধরে ভালো চলচ্চিত্র হচ্ছে এবং পরিবার পরিজন নিয়ে দেখার মতো সুন্দর ভালো ছবি হচ্ছে।’

            বন্ধ সিনেমা হল পুণরায় চালুর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বেশ কয়েক দফা আলোচনা ও আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের কথা জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘হলগুলোকে আধুনিকায়নের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দেয়ার প্রাথমিক কাজ হয়েছে, আমরা আশা করছি, আগামী কয়েক মাস পর একটি সমাধানে পৌঁছাতে পারবো, যাতে করে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে বন্ধ হওয়া হল আবার চালু করা যায়, কিংবা হলগুলোর আধুনিকায়ন হয়।’ এছাড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে আগামী বছরের মধ্যে অনেকগুলো সিনেপ্লেক্স হবে ।’

            চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি’র নির্বাহী সদস্যদের মধ্যে রোজিনা, রুবেল, সুব্রত, অঞ্জনা, আলীরাজ, অরুণা বিশ্বাস, ডিপজল, আরমান, জয় চৌধুরী, ইমন, জাকির, জেসমিন প্রমুখ সভায় অংশ নেন।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০৫

পিইসি পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের সাহস ও মনোবল বাড়ায়

--- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসিই) দেশের সর্ববৃহৎ পরীক্ষা। প্রায় ৩০ লাখেরও বেশি পরিক্ষার্থী এবছর সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। তিনি বলেন, এর ফলে শিক্ষার্থীদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিযোগী মনোভাব সৃষ্টি হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর অদূরে কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

 সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পরীক্ষা কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-সহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা সারাদেশের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে। সার্বক্ষণিকভাবে পরীক্ষার সার্বিক খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। গুজবের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি রাখার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

রবীন্দ্রনাথ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০৪

**ক্যান্সার প্রতিকারে সরকারের পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রয়োজন জাতীয় সচেতনতা**

 **-- তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান বলেছেন, ক্যান্সার প্রতিকারে সরকারের প্রশংসনীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রয়োজন জাতীয় সচেতনতা। তিনি বলেন, এক সময়ে বাংলাদেশের প্রায়ই সব ওষধই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। এখন বাংলাদেশ  ১১৭ টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করে থাকে। নিজস্ব চাহিদার ৯৭ শতাংশ ওষুধ দেশে তৈরি হয়। সামগ্রিকভাবে সরকারের পদক্ষেপ, নিরলস সহযোগিতা আর জাতীয় সচেতনতায় একটি সুস্থ ও মেধাসম্পন্ন প্রজন্ম তৈরি হবে।

আজ ঢাকায় বিকন ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে নটরডেম কলেজ আয়োজিত কলেজ মিলনায়তনে ’Lung cancer awareness programme’ শীর্ষক সেমিনারে প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সেমিনারে ক্যান্সার প্রতিকারে জনগণকে  সচেতনতার বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় কাজ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিটি জেলায় তথ্য অফিস আছে এবং জেলা তথ্য অফিস  জনগণকে সচেতন করার জন্য নিয়মিত প্রোগ্রাম করে যাচ্ছে। জনগণের সচেতনতার বিষয়ে  প্রতিটি মহল্লায়, পাড়ায় উঠান বৈঠক করছে জেলা তথ্য অফিস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবমতে, ২০৩০ সালে বিশ্বে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা হবে প্রায় দ্বিগুণ। এর অধিকাংশই হবে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের। তাই এখনই সময় প্রস্তুতি নেওয়ার।

ক্যান্সার প্রতিকারে সরকারের বিভিন্ন সেবার উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারি পর্যায়ে ৯টি রেডিওথেরাপি কেন্দ্র চালু আছে। ক্যান্সার চিকিৎসার সার্জারি, কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপি - এই তিনটি ধাপ রয়েছে। দেশের সব হাসপাতালে রেডিওথেরাপি না থাকলেও সার্জারি ও কেমোথেরাপি দেওয়ার সুযোগ আছে। জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট শুরুতে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ছিল। এখন সরকার এটি বাড়িয়ে ৩০০ শয্যা করেছে। এখানে গরিব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

নটরডেম কলেজের প্রিন্সিপাল ড. হেমন্ত পিয়াস রোজারিও এর সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন মেজর জেনারেল অধ্যাপক ড. আজিজুল ইসলাম।

#

হরবিলাস/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০৩

**জলবায়ু সচেতনতা সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম আলোকচিত্র**

 **-- পরিবেশমন্ত্রী**

**ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :**

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাগুলি কার্যকর উপায়ে তুলে ধরার অন্যতম উপায় আলোকচিত্র । একটি সুন্দর আলোকচিত্র অনেক বার্তাবহ হতে পারে। আন্তর্জাতিক ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়গুলি আলোচনার সময়েও এধরনের প্রতিনিধিত্বকারী আলোকচিত্র তুলে ধরা যায়।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ব্রিটিশ কাউন্সিলে জার্মান এম্বাসি ও ব্রিটিশ হাইকমিশন আয়োজিত জলবায়ু সচেতনতামূলক আলোকচিত্র প্রদর্শনী শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী এ সময় পরিবেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার বাস্তব ঘটনা তুলে ধরার জন্য উন্নয়ন সহযোগিদের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার সফলতা দেখিয়েছে, তবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দীর্ঘমেয়াদি  দুর্যোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সচেতনতা কার্যক্রম বাড়ানো সময়ের দাবি।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানের রাষ্ট্রদূত Peter Fahrenholtz, ইরানের ডেপুটি হাইকমিশনার Khanbar Hossein Bor, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও  ব্রিটিশ কাউন্সিলের উপপরিচালক Andrew Newton প্রমুখ।

 অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার বিচারক, সরকারি কর্মকর্তা, কূটনৈতিক মিশন, দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপাক্ষিক সংস্থা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/ফারহানা/রাফিকুল/রেজাউল/২০১৯/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০২

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মন্দবাগে রেল দুর্ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ১২ নভেম্বর রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার মন্দবাগ রেল স্টেশন এলাকায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিষয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিকদের অবহিত করেন।

 মন্ত্রী বলেন, সিলেট থেকে চট্টগ্রামগামী উদয়ন এক্সপ্রেস (৭২৪ নম্বর) ক্রসিং এর জন্য লুপ লাইনে প্রবেশের সময় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী তুর্ণা-নিশীথা এক্সপ্রেস (৭৪১ নম্বর) উদয়ন এক্সপ্রেসকে সজোরে ধাক্কা দেয়; ফলে মর্মান্তিক এ ট্রেন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। মন্ত্রী জানান, দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রেল পুলিশ, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, রেলওয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারী, বিজিবি-সহ সকল সরকারি সংস্থা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা হয়। দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে আহতদের সর্বোচ্চ সুচিকিৎসার নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং নিহত ১৫ জনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হয়।

 রেলমন্ত্রী বলেন, ঘটনার পর পরই ঘটনাটি তদন্তের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে একটি, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে দুইটি এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসন কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে তিনটি কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

 তিনটি কমিটিই তদন্ত করে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কমিটিগুলো ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা প্রায় একই রকম। কমিটিগুলোর রিপোর্ট মোতাবেক দেখা যায় যে, আন্তঃনগর ৭৪১ নম্বর তুর্ণা-নিশীথা এক্সপ্রেস ট্রেনের লোকোমাস্টার, সহকারী লোকোমাস্টার এবং গার্ড সিগন্যালসমূহ যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ না করে ট্রেন পরিচালনার কারণে এ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এমতাবস্থায়, সিগন্যাল অমান্য করায় সংঘটিত এ দুর্ঘটনার জন্য কমিটিগুলো কর্তৃক তুর্ণা-নিশীথা এক্সপ্রেস ট্রেনের লোকোমাস্টার তাছের উদ্দিন, সহকারী লোকোমাস্টার অপু দে এবং গার্ড মোঃ আব্দুর রহমান-কে দায়ী করা হয়। কমিটিগুলো ভবিষ্যতে এ ধরণের দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করে।

 এ সময় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ শামছুজ্জামান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, অপারেশন-সহ ঊধ্বর্তন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শরিফুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০১

পেঁয়াজের বিকল্প হিসেবে চিভ চাষ বৃদ্ধির নির্দেশ কৃষিমন্ত্রীর

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ইউনিয়নভিত্তিক ফসলের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের জানাতে হবে। একই ফসল নিয়ে কয়েকজন কাজ করেন। এজন্য সবাইকে একটি টিম হিসেবে কাজ করতে হবে। ফসলের ক্ষেতে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে যে সব খাল খনন করা হয়েছে সে সব এলাকার ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি-সহ অন্যান্য সুফলগুলো বের করতে হবে।

 আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাসিক (নভেম্বর) এডিপি সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ডাল ও তৈল উৎপাদন বৃদ্ধিতে যারা কাজ করছেন তারা আগে থেকেই কি পরিমাণ বীজ উৎপাদন করবেন এবং তা থেকে কি পরিমাণ তৈল ও ডাল পাওয়া যাবে নির্ধারণ করতে হবে। কতজন কৃষককে কি পরিমাণ বীজ দেয়া হবে তাও জানাতে হবে। পেঁয়াজের বিকল্প হিসেবে চিভ চাষ বৃদ্ধির জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন মন্ত্রী ।

 কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামানের সঞ্চালনায় সভায় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০০

**উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সকল ধারার ওলামায়ে কেরামকে আরো বেশি সম্পৃক্ত করা হবে**

 **-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ্‌ বলেছেন, দেশের কওমি, আলীয়া, পীর-মাশায়েখ-সহ সকল ধারার ওলামায়ে কেরামের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফরম তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দেশের আলেম সমাজকে আরো বেশি সম্পৃক্ত করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল ঢাকাস্থ গাউসুল আজম জামে মসজিদ কমপ্লেক্স মিলনায়তনে বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদারেছিনের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদ বিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে ইমাম, খতিব-সহ সমগ্র আলেম সমাজ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের খুতবা, বয়ান এবং ওয়াজ মাহফিলের আলোচনার মাধ্যমে এদেশের মানুষকে সচেতন করেছেন। এর ফলে জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ ও সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে । যা ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনগণকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি ধর্মীয়ভাবে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক, বাল্যবিবাহ-সহ নানাবিধ সামাজিক সমস্যার বিষয়ে আরো জোরালোভাবে সচেতন করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। প্রতিমন্ত্রী এ বিষয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

জমিয়তুল মোদারেছিনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদারেছিনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজি।

#

আনোয়ার/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৯

**নির্মাণ সেক্টরে বিশেষ পরিদর্শন শুরু করেছে কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর**

**ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :**

নির্মাণ সেক্টরে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিমাসের নির্ধারিত যে কোনো দুইদিন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শকগণ নিয়মিত কলকারখানা পরিদর্শনের পাশাপাশি নির্মাণ সাইট পরিদর্শন করবেন।

আজ থেকে আগামী ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত নির্মাণ সাইটের নিরাপত্তার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে প্রতিমাসের ২০ ও ২১ তারিখ উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকার ১৯ জন শ্রম পরিদর্শক ৪০টি করে নির্মাণ সাইট পরিদর্শন করবেন।

উল্লেখ্য, এ বিষয়ে গত ১৯ নভেম্বর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায় স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ বিশেষ পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

#

আকতারুল/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৮

**অপচয় কমিয়ে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে**

 **-- পরিকল্পনামন্ত্রী**

**ময়মনসিংহ, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :**

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, জনগণের মধ্যে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে অপচয় কমিয়ে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়াতে এবং মান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

 মন্ত্রী আজ ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজে উক্ত বিভাগের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। যাদের প্রকল্পের অগ্রগতি ভালো তাদের সাধুবাদ জানিয়ে  তিনি শূন্য ও ধীরগতিসম্পন্ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ দেন।

 বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ ও সিটি মেয়র একরামুল হক টিটু। অন্যান্যের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সচিব আবুল মনসুর মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ-সহ বিভাগীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 এরপর মন্ত্রী জামালপুর জেলা সফর করেন এবং সেখানে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হক-সহ জেলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৭

লবণ ও পেঁয়াজ নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে

 --- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, জয়িতা নারীরা নিজেদের উদ্যোগ, ইচ্ছা ও সাহসের মাধ্যমে সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সরকার নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক যে অগ্রযাত্রার জন্য জয়িতা কর্মসূচি শুরু করেছিল আজ তা দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ের ছড়িয়ে পড়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রংপুরের আরডিএস অডিটোরিয়ামে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় আয়োজিত জয়িতাদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, জয়িতা নারীরা আত্মপ্রতয়ী। অচিরেই নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বের পঞ্চম স্থান থেকে প্রথমে উন্নীত হবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। সরকার যখন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে তখনই ষড়যন্ত্রকারীরা লবণ ও পেঁয়াজের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন, লবণ ও পেঁয়াজ নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

 রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কে এম তারিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বদরুন নেসা। রংপুর বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক-সহ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আলমগীর/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৬

সরকার সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন নিশ্চিত করছে

--- গণপূর্ত মন্ত্রী

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, চীন বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার। ইতোমধ্যে চীনের বিভিন্ন কোম্পানি ও চীন সরকার বাংলাদেশের অনেক অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে। চট্টগ্রামে টানেল নির্মাণ করছে। সিআরবিসি বাংলাদেশের অন্যান্য প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে।

 আজ রাজধানীর একটি হোটেলে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও চায়না রোড এন্ড ব্রিজ কর্পোরেশনের (সিআরবিসি)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 তুরাগ নদের বন্যা প্রবাহ অঞ্চল সংরক্ষণ এবং কমপ্যাক্ট টাউনশিপ উন্নয়ন প্রকল্প ও ঢাকার কেরাণীগঞ্জে প্রস্তাবিত ওয়াটারফ্রন্ট স্মার্ট সিটি প্রকল্পের বিষয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও চায়না রোড এন্ড ব্রিজ কর্পোরেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। রাজউকের পক্ষে সংস্থাটির চেয়ারম্যান ড. সুলতান আহমেদ এবং চায়না রোড এন্ড ব্রিজ কর্পোরেশনের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রকৌশলী সুন ইয়োগুও চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন রাজউকের সদস্য (পরিকল্পনা) মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, রাজউকের চেয়ারম্যান ড. সুলতান আহমেদ, চায়না রোড এন্ড ব্রিজ কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী সুন ইয়োগুও-সহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

#

ইফতেখার/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৫

**পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চার্জ**

**মওকুফ করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স**

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 আকাশপথে পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চার্জ জনস্বার্থে মওকুফ করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড।

 আজ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় পেঁয়াজের দাম স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

 এ প্রসঙ্গে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মহিবুল হক বলেছেন, পেঁয়াজের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য জনগণের স্বার্থে যতদিন এভাবে আকাশপথে পেঁয়াজ আমদানি করা হবে ততদিন পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে এই চার্জ মওকুফের ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে। আকাশপথে পেঁয়াজ আমদানির সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যবসায়ীকে এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

 উল্লেখ্য, আকাশপথে যেকোনো পচনশীল দ্রব্য পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতি কেজিতে ১৮ টাকা চার্জ প্রদান করতে হয়।

#

তানভীর/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/১৮১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৪

দেশব্যাপী ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে

 --- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, মুজিব বর্ষ (২০২০) কে সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। আগামী বছরের শুরুতেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন।

 আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতোই বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র পরিছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে। ভিশন ২০২১, ২০৪১, এসডিজি অর্জন উন্নয়নের মানদ- হিসেবে পরিচ্ছন্ন জনপদ গড়ে তোলা হবে। প্লাস্টিক পলিথিনের ব্যবহার সীমিতকরণ এবং জলাবদ্ধতা দূর করে নতুন প্রজন্মকে পরিচ্ছন্নতার বোধ ও অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

 কর্মপদ্ধতির কথা তুলে ধরে তাজুল ইসলাম আরো বলেন, দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রথমে ছোট এলাকায় কাজ শুরু হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে চালুকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আরো জোরদার করা হবে।

 প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো আবুল কালাম আজাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রোকসানা কাদের-সহ সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩93

**‡`‡k eZ©gv‡b 6 gv‡mi Pvwn`vi cwigvY jeY gRy` i‡q‡Q**

 -wkígš¿x

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

‡`‡k eZ©gv‡b 6 gv‡mi Pvwn`vi cwigvY jeY gRy` i‡q‡Q e‡j Rvwb‡q‡Qb wkígš¿x b~iæj gwR` gvngy` ûgvq~b| wZwb e‡jb, MZ gImy‡g 16 jvL 57 nvRvi ‡gwU«K Ub RvZxq Pvwn`vi wecix‡Z 18 jvL 24 nvRvi ‡gwU«K Ub jeY Drcv`b n‡q‡Q| jeY wgj I Pvwl ch©v‡q 6 jvL 11 nvRvi ‡gwU«K Ub jeY gRy` i‡q‡Q e‡j wZwb D‡jøL K‡ib|

wkígš¿x AvR ivRavbxi GKwU ‡nv‡U‡j evsjv‡`k wWwRUvj I‡qR mvwg‡Ui D‡Øvab ‡k‡l mvsevw`K‡`i weªwdsKv‡j GK\_v Rvbvb| AvBwmwU wefv‡Mi cÖwZgš¿x Rybv‡q` Avn‡g` cjK Ggwc Gmgq Dcw¯’Z wQ‡jb|

wkígš¿x e‡jb, ‡`‡k ‡gvU jeY wg‡ji msL¨v 270| Gi g‡a¨ eZ©gv‡b 222wU wgj Pvjy i‡q‡Q| Pvjy wgj¸‡jvi me©‡gvU ‰`wbK Drcv`b ¶gZv 35 nvRvi 520 ‡gwU«K Ub| Ab¨w`‡K, ‡fvR¨ je‡Yi ‰`wbK RvZxq Pvwn`v 2 nvRvi 454 ‡gwU«K Ub| ‡fv³v ch©v‡q Pvwn`v Kg \_vKvq wgj¸‡jv Drcv`b Kwg‡q ‰`wbK 3 nvRvi ‡gwU«K Ub jeY Drcv`b Ki‡Q| wZwb e‡jb, MZKvj wgj¸‡jv ‡\_‡K evRv‡i ‡gvU 3 nvRvi 200 ‡gwU«KUb jeY mieivn Kiv n‡q‡Q| bZyb gImy‡g Drcvw`Z jeYI BwZg‡a¨ evRv‡i Avm‡Z ïiæ K‡i‡Q| ch©vß gRy‡`i d‡j ïay Qq gvm bq, AvMvgx GKeQ‡iI je‡Yi ‡Kv‡bv NvUwZ n‡ebv e‡j wZwb D‡jøL K‡ib|

AvBwmwU wefv‡Mi cÖwZgš¿x Rybv‡q` Avn‡g` cjK e‡jb, cÙv ‡mZy, ivgy, ‡fvjv I bvwmibM‡ii NUbv, hvbevnb I wbivc` moK Av‡›`vjb BZ¨vw` ‡\_‡K ïiæ K‡i wbZ¨ cÖ‡qvRbxq cY¨ wb‡q Gai‡bi wg\_¨v lohš¿g~jK AccÖPvi Pj‡Q| I‡cb WvUv GbvjvBwm‡mi gva¨‡g BwZg‡a¨ Gme RNb¨ Aciv‡ai mv‡\_ RwoZ ‡`wk-we‡`wk Pµ‡K mbv³ Kiv n‡q‡Q| ‡`kwe‡ivax Gme mvBevi wµwgbvj‡`i weiæ‡× miKvi K‡Vvi AvBwb e¨e¯’v wb‡”Q e‡j cÖwZgš¿x D‡jøL K‡ib|

**ivRavbx‡Z je‡Yi U«vK ‡mj Pvjy K‡i‡Q wewmK**

†fv³v‡`i myweav‡\_© AvR ‡\_‡K wewmK ivRavbxi 4 wU ¯ú‡U ‡Lvjv evRv‡i jeY wewµ ïiæ K‡i‡Q| ¯úU¸‡jv n‡”Q- DËiv wewRwe gv‡K©U, avbgwÛ 9/G, wgicyi-1 Ges jvjevM k¨vgv më wgj cÖv½Y| cÖwZ ‡KwR miæ jeY 30 UvKv Ges ‡gvUv jeY 14 UvKv `‡i wewµ n‡”Q|

#

Rwjj/Abm~qv/‡i¾vKzj/KzZze/2019/ 1617 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯২

অযৌক্তিকভাবে চালের দাম বৃদ্ধি না করার আহ্বান খাদ্যমন্ত্রীর

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, দেশে চালের পর্যাপ্ত মজুদ আছে, চালের মূল্য বৃদ্ধির কোনো কারণ নেই। অযৌক্তিকভাবে চালের দাম বৃদ্ধি করা হলে তা মেনে নেয়া হবে না।

আজ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে চালকল মালিক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশে বছরে চালের চাহিদা প্রায় ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৭১০ মেট্রিক টন। বছরে চালের উৎপাদন প্রায় ৩কোটি ৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন।  এ মুহূর্তে সরকারের বিভিন্ন গুদামে খাদ্য মজুদ রয়েছে প্রায় ১৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৭০৭ মেট্রিক টন। এর মধ্যে চাল ১১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩০৩ মেট্রিক টন। তিনি বলেন, ধানের দাম বৃদ্ধি পায়নি, তাই চালের দাম বৃদ্ধি কোনোভাবেই মেনে নেয়া যাবে না। ধানের দাম বৃদ্ধি পেলে কৃষক কিছুটা লাভবান হতো কিন্তু তা হয়নি। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কৃষক লাভ পাবে না কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীরা সব লাভ নিয়ে যাবে সেটা চলতে দেয়া যাবে না।

মন্ত্রী আরো বলেন, ইতোমধ্যেই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। বিভিন্ন টিম মাঠ পর্যায়ে চালের বাজার মনিটরিং করছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, দেশের প্রতিটি বাজারে যে পরিমাণ চাল মজুদ আছে তাতে আগামী ৮-১০ দিন পর্যন্ত পরিবহন ধর্মঘট চললেও চালের দামের ওপর কোন প্রভাব পড়বে না যদি কেউ কারসাজি না করে।

ইতোমধ্যেই ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । প্রয়োজন হলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনেও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ওমর ফারুক, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুমসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, চালকল মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

সুমন মেহেদী/অনসূয়া/কুতুব/২০১৯/ ১৬১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯১

**সরকার পরিবেশ দূষণরোধে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে**

 **-পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, সরকার ঢাকাসহ সারাদেশের পরিবেশ দূষণরোধে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে ২৫ নভেম্বর জরুরি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করা হয়েছে। ঢাকাসহ সারাদেশের বায়ু ও শব্দ দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কৌশল বিষয়ে আলোচনা হবে।

 আজ গুলশানের স্পেকট্রা কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, কনসার্ন ওয়ার্ডওয়াইডসহ কয়েকটি সংস্থার যৌথ আয়োজনে বঙ্গোপসাগর উপকূল অঞ্চলে জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কিত  ৫ম উপআঞ্চলিক কর্মশালার উদ্বোধন শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো দায়ী নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দায়ী দেশগুলো প্রতিশ্রুতি ব্যতীত এ বিষয়ে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। স্পেনের মাদ্রিদে আগামী ২ থেকে ১৩ ডিসেম্বর  অনুষ্ঠিতব্য পরিবেশ বিষয়ক COP25 সম্মেলন  জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিপূরণ দিতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে জোর দাবি জানানো হবে।

 মন্ত্রী বলেন,  জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে  উপকূলীয় অঞ্চলগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে । এ অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। মন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন,  এ ধরনের কর্মশালার মধ্য দিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের কোথায় এবং কোন বিষয়ে জোর দেয়া প্রয়োজন সেটা  নির্ধারিত হবে, যার ফলে সরকারের জন্য কাজ করা অনেক সহজ হবে ।

 বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী পরিচালক ড. নিলুফার বানু, প্রিজম ইন্ডিয়ার নির্বাহী পরিচালক ড. অনিরুদ্ধ দে, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. এ কে এম মুসা এবং সংস্থাটির হেড অভ প্রোগ্রাম সাঈদ মাহমুদ রিয়াদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

 #

দীপংকর/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০১৯/১৬১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯০

 **রংপুর ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার পরিদর্শন করলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নারীনির্যাতন প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠিত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, রংপুর বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি ও রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সিলং সেন্টার পরিদর্শন করেন। প্রতিমন্ত্রী হাসপাতালের ওসিসিতে থাকা নির্যাতনের শিকার দুজন নারীর সাথে কথা বলেন এবং তাদের চিকিৎসা ও আইনিসেবা প্রদানের বিষয়ে খোঁজ নেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন,  নির্যাতনের শিকার নারীদের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে দ্রুততার সাথে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। নারী নির্যাতন  বন্ধ করার করার জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরো বলেন, ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার  নির্যাতনের শিকার নারীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

 উল্লেখ্য, রংপুর মেডিকেল কলেজে ২০১২ সালে স্থাপিত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) থেকে ৬৬৫ জন নারীকে শারীরিক, ২২৮ জন নারীকে যৌননির্যাতন ও ৮ জন দগ্ধ নির্যাতনের শিকার নারীসহ মোট ৯০১ জন নারীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। একই কলেজে ২০১৮ সালে স্থাপিত রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার থেকে ৭৫০ জনকে মনোসামাজিক কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

 এসময় উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বদরুন নেসা, রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, হাসপাতালের পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল হোসেন।

#

আলমগীর/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৫৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮৯

**আঙ্কারায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-তুরস্ক যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন সভা**

আঙ্কারা**, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :**

 বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ ১৫টি লক্ষ্য সামনে রেখে তুরষ্কের আঙ্কারায় গতকাল শুরু হয়েছে ৩ দিনব্যাপী বাংলাদেশ-তুরস্ক ৫ম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন সভা। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

 বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্য-বিনিয়োগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আইসিটি, শিপ বিল্ডিং, শিল্প, কর্মসংস্থান,
নৌ-পরিবহন, কৃষি, শিক্ষা, নগরায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পর্যটন ও বিমান পরিবহন, জ্বালানি-বিদ্যুৎ, সংস্কৃতি-ট্যুরিজম, ডেভলপমেন্ট অ্যাসিসটেন্স, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পাট-টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়।

 অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল পরে তুরস্কের গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলির স্পিকার মুস্তফা সেন্তোপের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে মন্ত্রী বলেন, তুরস্ক একটি অন্যতম অসাম্প্রদায়িক দেশ। অসাম্প্রদায়ীকতা আর জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে অবস্থানের কারণে তুরস্ক বিশ্বে সমাদৃত। বাংলাদেশের সাথে তুরস্কের এই নীতিতে সামঞ্জস্য রয়েছে।

 অর্থমন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দেশটিকে আঞ্চলিক যোগাযোগ, বিদেশি বিনিয়োগ এবং গ্লোবাল আউট সোর্সিংয়ের একটি কেন্দ্রে পরিণত করেছে। দেশে ১শ’ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হয়েছে। বিশ্বব্যাপী চলমান অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ গত ১০ বছরে ৭ শতাংশের ওপরে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং চলতি বছর ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আগামী বছর ৮ দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে ৮ দশমিক ৩০ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যা ২০২৪ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ১০ শতাংশ এবং সেটা অব্যাহত থাকবে।

 তুরস্কের স্পিকার মুস্তফা সেন্তোপ বলেন, বাংলাদেশ-তুরস্ক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশের মধ্যে ধর্ম, সংস্কৃতিসহ অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রয়েছে । রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে উদারতার এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাদের প্রত্যাবর্তনে তুরস্কের সমর্থন রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১৪২০ ঘণ্টা

Handout Number: 4388

**Reconciliation is critical for resolution of Rohingya crisis**

 **-** **Ambassador Momen**

New York, 20 November:

Ambassador and Permanent Representative of Bangladesh to the United Nations Masud Bin Momen said reconciliation can be a critical enabler for resolving the Rohingya humanitarian crisis the brunt of which Bangladesh is bearing. He said this at a Security Council Open Debate on 'The Role of Reconciliation in Maintaining International Peace & Security' held on 19 November at the UNHQs.

In this context, Ambassador Momen recalled Bangladesh’s successful experience of reconciliation in the Chittagong Hills Tracts in 1997 under the astute leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He also mentioned Bangladesh’s contribution, through peacekeeping to national and local reconciliation strategies in countries emerging from conflict.

Ambassador Momenemphasized on the necessity of a robust enabling environment in Rakhine underpinned by dialogue between the Rohingyas, rest of Myanmar society and Myanmar authorities. Referring to various successful models of reconciliation, he urged Myanmar to adopt clearly defined reconciliation strategies through a whole-of-society approach and by ensuring transparency and objectivity in the reconciliation process. He called upon Myanmar to promote active participation of women and young people and ensure accountability and justice for serious violations of human international humanitarian law and human rights law.

The Permanent Representative also urged the Security Council to promote sustainable peace in Myanmar’s Rakhine State through reconciliation and reintegration of Rohingya community with Myanmar society. Security Council has to encourage Myanmar to address core grievances and ensure unhindered and safe passage of relevant humanitarian personnel and supplies to the Rakhine, he added.

The Open Debate was held under the Presidency of United Kingdom. The Secretary-General also spoke on the occasion stating that “no reconciliation without justice” will work.

#

E P Wing/Anasuya/Rezzakul/Shamim/2019/1204 hour

Handout Number: 4387

**Ambassador of Japan meets State Minister for Foreign Affairs**

Dhaka, 20 November :

 The newly appointed Ambassador of Japan Naoki Ito called on the State MinisterMd. Shahriar Alam on 19 November at latter’s office in the Ministry of Foreign Affairs. During the meeting, they seized the opportunity to discuss all the major issues.

 State Minister thanked the Ambassador for concluding Memorandum of Cooperation (MoC) on recruiting ‘Specified Skilled Workers’ by Japan from Bangladesh. He expressed confidence that it will help receiving more skilled workforce from Bangladesh which will be beneficial for both the countries. State Minister requested support of Japan for early repatriation of the forcefully displaced Myanmar nationals to Bangladesh.

#

E P Wing/Anasuya/Rezzakul/Shamim/2019/11.50 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮৬

**সশস্ত্র বাহিনী দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৯ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সকল সদস্যকে আমি ‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। এ দিনে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙলি জাতি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর দূরদর্শী, সাহসী এবং ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য।

 আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ২১-এ নভেম্বর একটি বিশেষ গৌরবময় দিন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের এ দিনে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের সূচনা করেন। মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ ও দেশপ্রেমিক জনতা এই সমন্বিত আক্রমণে একতাবদ্ধ হন। দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতিবছর ২১-এ নভেম্বর ‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস’ পালন করা হয়।

 স্বাধীনতার পর জাতির পিতা একটি আধুনিক ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। সেনাবাহিনীর জন্য তিনি মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মড স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ আরো অনেক সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিট গঠন করেন। তিনি চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঘাঁটি ঈসা খাঁ উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া থেকে নৌবাহিনীর জন্য দু’টি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়। বিমানবাহিনীর জন্য তিনি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সুপারসনিক মিগ-২১ জঙ্গি বিমানসহ হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান ও রাডার সংগ্রহ করেন।

 আমরা ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনীকে দেশে ও বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করছি। জাতির পিতার নির্দেশে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিমালার আলোকে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় তিন বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

 পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন।

 সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবেন- এ আমার প্রত্যাশা।

 আমি ‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৯’ -এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

#

ইমরুল/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১২০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮৫

**সশস্ত্র বাহিনী দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৯ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি দীর্ঘ সংগ্রামের পাশাপাশি শত জেল-জুলুম ও ত্যাগ-তিতিক্ষা সহ্য করে সমগ্র জাতিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন এবং নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা অর্জন করি চূড়ান্ত বিজয়।

আজকের এই মহান দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল, বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ মোঃ রুহুল আমিন, ইআরএ-১, বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ ও বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী ‍আব্দুর রউফকে। আমি আরো স্মরণ করি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শাহাদতবরণকারী মুক্তিযোদ্ধাসহ সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করি। একইসাথে আমি যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২১ নভেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালের এই দিনে তিন বাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে হানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে- যা আমাদের বিজয় অর্জনকে ত্বরাণ্বিত করে। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সশস্ত্র বাহিনী জাতির গর্বের প্রতীক। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যে-কোনো প্রাকৃতিক ‍দুর্যোগ মোকাবিলা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতাসহ জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। কেবল দেশেই নয়, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়ে পেশাগত দক্ষতা, সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছেন। এ দায়িত্ব পালনকালে অনেক সদস্য শাহাদতবরণ করেছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

যে-কোনো বাহিনীর উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত থেকে কঠোর অনুশীলন, শৃঙ্খলা, পেশাগত দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে তাঁদের গৌরব সমুন্নত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ আমাদের সশস্ত্র বাহিনী দেশমাতৃকার কল্যাণে অব্যাহত প্রয়াস চালাবেন-এ প্রত্যাশা করি।

আমি সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং বাহিনীসমূহের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১২১৩ ঘণ্টা